দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAY 1 4 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

233

শিক্ষা অধিদফতরের হয়রানি প্রসঙ্গে

গত ২৩/৪/৯৯ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'শিক্ষা অধিদফতর মানুষ গড়ার কারিগরদের যেখানে পদে পদে হয়রানি' শীর্ষক প্রতিবেদনের জন্য প্রতিবেদক রেজানুর রহমান এবং ইত্তেফাক কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। কিন্তু উক্ত প্রতিবেদনে শুধুমাত্র বেসরকারী শিক্ষকদের হয়রানি ও দুর্ভোগের কথাই বলা হইয়াছে' সরকারী শিক্ষকদের হয়রানি ও দুর্ভোগের কথা বলা হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক অপেক্ষা শত গুণ বেশী হয়রানি করা হয়। নিয়োগ, বদলি, পারস্পরিক বদলি, ইবিক্রস, টাইম স্কেল, মেডিকেল লিভ, ম্যাটারনিটি লিভ, শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুর, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা, ভ্রমণ ভাতা খাতসহ অন্যান্য খাতে বাজেট বরাদ্দ এবং বিভিন্ন প্রকার ঋণ (বাই সাইকেল, মটর সাইকেল, গৃহ নির্মাণ, জি,পি,এফ) মঞ্জুর করাইতে প্রচুর অর্থ খরচ করিতে হয়। টাকা খরচ করিলে বে-আইনীভাবে একই বিদ্যালয়ে আজীবন চাকুরী করা যায়। আর টাকা না দিলে ঘন ঘন বদলি আদেশ পাইয়া জীবন অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে। শিক্ষা অধিদফতর ও পরিদপ্তরের সীমাহীন অনিয়মের প্রতিবাদ করার কারণে আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া আমার সাত বৎসরের চাকুরী জীবনে দশটি দুর্গম জায়গায় বদলি করিয়া হয়রানি ও ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় এবং লক্ষাধিক টাকার ভ্রমণ ভাতা ও শ্রান্তি বিনোদন ভাতা হইতে বঞ্চিত করা হয়। আমি আরও নানাভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছি যাহা লিখিতে গেলে মহাভারতের পৃষ্ঠা সংখ্যাও ছাড়াইয়া যাইবে। তবু একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক শিক্ষা অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরে টাকা-পয়সা দিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত অধ্যয়ন করিয়া অনার্স ও মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। অধ্যয়নকালে তাঁহাকে কর্মরত দেখাইয়া বেতন ও ভাতাদি বাবদ চারি লক্ষ টাকা উঠানো হয়। এই ঘটনার বিরুদ্ধে লেখালেখির অপরাধে (!) আমাকে বর্তমান কর্মস্থলে 'স্ট্যান্ড রিলিজ' করা হইয়াছে। এমতাবস্থায়, সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকদের হয়রানি ও ভোগান্তি নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সনির্বন্ধ আবেদন জানাইতেছি।

প্রণব কুমার দেব,
সহকারী শিক্ষক,
উলফাতুন্নেছা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,
বকশীগঞ্জ, জামালপুর।